একটি মতামতের প্রকাশ

লু সুন

ভাষান্তর ঃ মুকুল নিয়োগী

আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমি প্রাইমারি স্কুলে ক্লাশে বসে একটি রচনা লেখার চেষ্টা করছি আর মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করছি, কি করে মতামত প্রকাশ করা যায়।

চশমার ফাঁক দিয়ে একটু বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ব্যাপারটা বড্ডো কঠিন। দাঁড়াও, তোমাকে একটা গল্প বলছি —

"যখন পুত্র সন্তান সংসারে জন্মগ্রহণ করলো, তখন সমস্ত পরিবারই আনন্দে উৎফুল্ল। যখন তার বয়স একমাস হলো, তখন তাকে বাইরের অতিথিদের সামনে দেখাবার জন্য নিয়ে আসা হলো, অবশ্যই তাঁদের কাছ থেকে কিছু প্রশংসার কথা শুনবার জন্য। একজন বললো, ছেলেটি প্রচুর ধনী হবে।

তখন সবাই তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।

একজন বললো,

ছেলেটি বড় হলে একজন অফিসার হবে।

তখন তাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

একজন বললো, এই ছেলেটি মারা যাবে।

তখন তাকে পরিবারের সবাই নির্দয়ভাবে প্রহার করলো।

ছেলেটি যে মারা যাবে, এটা ধ্রুব সত্য, কিন্তু সে ধনী হবে, কিংবা অফিসার হবে, এটা মিথ্যাও হতে পারে। তবুও মিথ্যাই পুরস্কৃত হলো, আর অবধারিত ভাবে সত্যই মার খেয়ে গেল। তুমি ....."

তখন আমি বললাম আমি মিথ্যাও বলতে চাই না, মারও খেতে চাই না স্যার। সুতরাং আমার কি বলা উচিত?

মাষ্টার মশাই উত্তর দিলেন, "সে ক্ষেত্রে তুমি বলো, আহা, দ্যাখো, ছেলেটির দিকে একবার চেয়ে দ্যাখো; আমার কথা হচ্ছে ..... ওহো, আমি, মানে ওঃ হে, হে! হে, হেহেহেহেহে —

জ্ঞানী ব্যক্তি, বোকা আর ক্রীতদাস

একজন ক্রীতদাস ছিল। সে কিছুই করতো না, কেবল সবাইকে তার দুঃখের কথা বলতো। সে কেবল এই কাজটাই করতে পারতো। একদিন তার সঙ্গে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির দেখা হলো।

কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে গাল ভাসিয়ে সে জ্ঞানী ব্যক্তিটিকে বললো, মশাই, জানেন, আমি একটা কুকুরের জীবন যাপন করছি। কোন কোন দিন সারা দিন একবারও খেতে পাই না। যদিও বা পাই, তাহলেও সেগুলো বাজে কতকগুলান ভূষি, যা শুয়োরের বাচ্চাও খায় না। তারজন্য যে পাত্রটা আছে, তাও এই এত্তোটুকু .....

জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললেন, সত্যই এটা খারাপ। তার উৎসাহ তাকে পেয়ে বসলো, সে বললো, তাই নয়? আমি সারাদিন রাত পর্যন্ত খেটে যাই। সকালবেলায় জল আনি, সন্ধেবেলায় রান্না করি। সকালবেলায় সংবাদপত্র এনে দিই, রাত্তিরে গম ভাঙাই। সব কিছু শেষ করে আমি কাপড় কাচি, বৃষ্টির সময়ে মাথায় ছাতা ধরে থাকি, শীতে আগুন জেলে দিই, গরমের সময়ে পাখা টানি। মাঝ রাত্তিরে আমি ছত্রাক সেদ্ধ করি আর আমার মনিব জুয়ো খেলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, কিন্তু কখনো বখশিস পাই না। কেবল মাঝে মাঝে তার পোষাক খুলে রাখবার সময় চামড়ার পেটটি হাতে ধরিয়ে দেন।.....

জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললেন, আহারে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার চোখের কোল রক্তাভ হয়ে উঠলো। মনে হলো এক্ষুনি তিনি অশ্রু বিসর্জন করবেন।

— এভাবে তো চলতে পারে না। কোন একটা রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে। বলুন তো কি করি?

— আমি নিশ্চিত, অবস্থার পরিবর্তন একদিন হবেই।

— আপনার কি তাই মনে হয়? আমিও তাই আশা করি। কিন্তু এই যে আমি আমার সব কথা আপনাকে বললাম, আর আপনি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন, এতেই আমার অনেকটা ভালো লাগছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীতে এখনো ন্যায় বিচার বলে কিছু আছে।

কিছুদিন পরে তার বিষাদগ্রস্ত অবস্থাতেই আর একজনকে খুঁজে পেল, যাকে তার দুঃখের কথা বলতে পারে।

কাঁদতে কাঁদতে সে বললো, "শুনুন মশাই, আমি যেখানে থাকি, সেই জায়গাটা শুয়োরের খোঁয়াড়ের চেয়েও জঘন্য। আমার মনিব আমাকে মানুষ বলেই জ্ঞান করে না। তাঁর কুকুরের সঙ্গে তিনি আমার চেয়ে দশ হাজার গুণ ভালো ব্যবহার করেন .....।

লোকটি চিৎকার করে বললো, সব এলোমেলো করে দাও। সেই চিৎকারে ক্রীতদাসটি চমকে উঠলো। আর ওই লোকটি ছিল একজন বোকা।

— আমি যে ঘরটায় থাকি একটা স্যাঁতসেতে অন্ধকার জায়গা। ঠান্ডা, আর ছারপোকায় ভর্তি। ঘুমোবার সময় তারা কেবল কামড়াতে থাকে। জায়গাটা নেংরা আর একটা জানালাও নেই .....।

— তুমি তোমার মনিবকে একটা জানালা তৈরি করে দিতে বলতে পার না?

— কি করে বলি?
— আচ্ছা, আমাকে দেখাও তো জায়গাটা কেমন।
বোকা লোকটি ত্রীতদাসকে অনুসরণ করে চলতে থাকলো। তারপর মাটির দেয়াল খুঁড়তে লাগলো। ত্রীতদাসটি ভয় পেয়ে বললো, — এ আপনি কি করছেন?
— তোমার জন্য একটা জানালা তৈরী করে দিচ্ছি।
— এতে হবে না। আমার মনিব নিশ্চয়ই আমাকে বকবেন।
— বকুক গে। বলেই সে মাটি খুঁড়তেই থাকলো।
— বাঁচাও, একজন ডাকাত এসে বাড়ি ভেঙে ফেলছে। বলেই কাঁদতে কাঁদতে ত্রীতদাসটি মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ত্রীতদাসেরা এসে বোকা লোকটিকে মেরে তাড়িয়ে দিল। এই চিৎকার চেঁচামেচিতে সবশেষে যে লোকটি এলো, সে হচ্ছে ওই মনিব।
— একজন ডাকাত এসে আমাদের বাড়ি ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছিল। আমিই প্রথমে দেখে চিৎকার করে সবাইকে ডেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। বেশ সমীহ করে ত্রীতদাসটি তার মনিবকে সব কথা জানালো।
— বেশ করেছো। বলেই মনিব তাকে প্রশংসা করতে লাগলো। অনেক আগন্তুক সেদিন সেই বাড়িতে এলা, তারমধ্যে সেই জ্ঞানী ব্যক্তিটিও ছিল।
— মশাই, আমি নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে পেরেছি বলেই আমার মনিব আজ আমার প্রশংসা করছেন। সেদিন আপনি আপনার দূরদৃষ্টি দিয়ে যা বলেছিলেন, অবস্থার পরিবর্তন হবে, তা হয়েছে।
— ঠিকই বলেছো। জ্ঞানী ব্যক্তিটিকে আনন্দিত দেখালো।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com